তারিখ ... ২৭।৪।৭৯ ...
পৃষ্ঠা ... ... কলাম ... ...

কিশোরগঞ্জের বিন্নাটি গ্রামে সদ্য সাক্ষরতা লাভকারীদের স্বাক্ষরিত কাগজের মালা পড়িয়ে দেয়া হয় মহকুমা প্রশাসক এবং জনসংখ্যা বিভাগের পরিচালিকাকে।

নিরক্ষরতার অভিশাপ থেকে মুক্তি

কিশোরগঞ্জ অভিযান সাফল্যের পথে

(নিজস্ব সংবাদদাতা প্রেরিত)

কিশোরগঞ্জ, ২৫শে এপ্রিল।— নিরক্ষরতার অভিশাপ দূর করার প্রাথমিক পদক্ষেপ হিসেবে মাটি ও কাঠির সাহায্যে নিরক্ষর লোকদের নাম দস্তখত শেখানোর যে অভিযান পরিচালনা করা হয়েছিল, কিশোরগঞ্জে তা সাফল্যমন্ডিত হতে চলেছে।

পরিসংখ্যান নিয়ে অত্যন্ত উৎসাহব্যঞ্জক ফলাফল লক্ষ্য করা গেছে। লতিফাবাদ ইউনিয়নের পাবইকান্দি, মুকসেদপুর ও ডাউকিয়া গ্রামের শতকরা ১১০ জন নিরক্ষর নরনারী তাদের নাম দস্তখত শিখে ফেলেছে। বাকী ৭টি গ্রামের নিরক্ষরদের শতকরা ৭৫ ভাগ নরনারী এ পর্যন্ত নাম দস্তখত শিখতে সক্ষম হয়েছে।

অনুরূপভাবে বিন্নাটি ও যশোদলপুর ইউনিয়নেও কোন কোন গ্রামে শতকরা একশ ভাগ, কোথাও কমপক্ষে শতকরা ৬০ ভাগ নিরক্ষর লোক নাম দস্তখত করতে শিখেছে।

কিছুদিন আগে জনশিক্ষা বিভাগের সহ-পরিচালিকা মিসেস জাহানারা করিম কিশোরগঞ্জের মহকুমা প্রশাসককে সঙ্গে নিয়ে এ অভিযানের অগ্রগতি দেখার জন্য কয়েকটি ইউনিয়ন পরিদর্শন করেন। এ অভিযানের আশাব্যঞ্জক সাফল্য লক্ষ্য করে তিনি সন্তোষ প্রকাশ করেন।

বিন্নাটি হাইস্কুলে গেলে হাইস্কুলের ছাত্র, শিক্ষক, স্থানীয় প্রাইমারী স্কুলের শিক্ষক এবং স্বনির্ভর কর্মীবৃন্দ যাদের চেষ্টায় এ অভিযান অগ্রগতির পথে এগিয়ে চলছে, তারা মিসেস করিমকে সংবর্ধনা জ্ঞাপন করেন এবং নিরক্ষর নরনারীদের টিপসহি থেকে নাম দস্তখত করা পর্যন্ত প্রয়াসচিহ্নিত কাগজের মালা তাঁর গলায় পরিয়ে দেন।

মহকুমা প্রশাসক এবং মিসেস করিম এ অভিযানকে পুরোপুরি সফল করে তোলার জন্য প্রাইমারী শিক্ষক, হাইস্কুল শিক্ষক, ছাত্র এবং স্বনির্ভর কর্মীদের আহ্বান জানান।

আশা করা যায় অদূর ভবিষ্যতে নিরক্ষরতার অভিশাপ থেকে এ মহকুমার মানুষ সম্পূর্ণ মুক্ত হতে পারবে।